নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান:

নেপোলিয়নের পতনের চূড়ান্ত পর্ব সূচিত হয়েছিল তার বহু আলোচিত রুশ অভিযানের মাধ্যমে। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দের টিলসিটের চুক্তির মাধ্যমে ফ্রান্স ও রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপিত হয়। কিন্তু এই চুক্তির ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। রুশ অভিজাত শ্রেণি এই চুক্তিকে সমর্থন করেনি। তাছাড়া নেপোলিয়ন এবং রুশ জার প্রথম আলেকজান্ডার উভয়েরই লক্ষ্য ছিল কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সঙ্গে রাশিয়ার চুক্তি নেপোলিয়নকে সন্দিহান করেছিল। । অপরদিকে ১৮১০ সালে নেপোলিয়ন ওল্ডেনবার্গ দখল করেন যা ছিল টিলসিটের চুক্তির পরিপন্থী। নেপোলিয়ন কর্তৃক “গ্র্যান্ড ডাচি অফ ওয়ারশ' গঠন রাশিয়াকে অসন্তুষ্ট করে, কারণ এই ঘটনার মাধ্যমে নেপোলিয়ন রাশিয়ার অধীনস্থ পোল্যান্ডের জাতীয়তাবাদকে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। এছাড়া জারের আশঙ্কা ছিল নেপোলিয়ন সম্ভবত স্বাধীন পোল্যান্ড গঠন করতে চান।

রাশিয়া ও ফ্রান্সের সম্পর্কের অবনতির পেছনে আরো একটি কারণ ছিল মহাদেশীয় অবরোধ কার্যকরী করার জন্য নেপোলিয়নের রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করা। ১৮১০-১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আর্থিক সঙ্কট থেকে মুক্তির জন্য জার প্রথম আলোকজনান্ডার তাঁর দেশের বন্দরগুলিকে নিরপেক্ষ বাণিজ্য জাহাজ সমূহের জন্য খুলে দেন। ইংল্যান্ডে প্রস্তুত পণ্যসমূহের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। রাশিয়া ইংলান্ডের সঙ্গে নবরূপে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়। জারের এই অসহযোগিতা নেপোলিয়নকে ক্ষুণ্ন করে। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্য না করায় নেপোলিয়ন রাশিয়ার প্রতি সন্দিহান হয়ে ওঠেন। এছাড়া নেপোলিয়ন জারের ভগ্নী ক্যাথরিনকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। অস্ট্রিয়ার রাজকন্যা মারি লুইসের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিবাহও উত্তেজনা বৃদ্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে রুশ- ফরাসী মৈত্রী ভেঙে যাবার জন্য কোন বিশেষ একটি কারণ দায়ী ছিল না। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। তবে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রথম আলেকজান্ডারের অনিচ্ছা নেপোলিয়েনর রুশ অভিযানের প্রধান কারণ বলে মনে করেন।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন মস্কো অভিযানের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যে সময় তিনি নিয়েছিলেন তারমধ্যে রাশিয়ার জার আলেকজান্ডার সুইডেন ও তুরস্কের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে নিজশক্তি বৃদ্ধি করেন। ইংল্যান্ড রাশিয়াকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। রাশিয়া ও অস্ট্রিয়া নেপোলিয়নের সমর্থনে থাকলেও প্রয়োজনে তারা নেপোলিয়নের বিপক্ষে যোগ দিতে পারে এমন সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল।

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্যবাহিনীর "Grand Army' সহ নেপোলিয়ন রাশিয়া অভিযান শুরু করেন। নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা রুশ বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি হলেও তা ছিল বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত। এই বাহিনীতে অর্ধেকের কম সৈন্য ছিল ফরাসী। ফলে তাঁর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঐক্যবোধের অভাব ছিল। অপরদিকে সমগ্র রুশবাহিনী ঐক্যবদ্ধ হয়ে নেপোলিয়েনর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। নেপোলিয়নের ধারণা ছিল তিনি সহজেই রুশ বাহিনীকে পরাজিত করতে পারবেন। আর রাশিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ তাকে প্রাচ্যে প্রবেশের পথ খুলে দেবে, মহাদেশীয় অবরোধ পুনরায় চালু করা যাবে যার ফলশ্রুতি হবে ইংল্যান্ডের আত্মসমর্পণ।

চূড়ান্ত আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নেপোলিয়নের বিশাল সৈন্যবাহিনী রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। তবে রুশ সেনা নায়ক কুটুঝফ ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে বোরোদিনোর যুদ্ধে পরাজিত হলেও আত্মসমর্পণ করলেন না। পরিবর্তে রুশ বাহিনী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শস্যক্ষেত প্রভৃতি অগ্নিপথ করে দেয় যাতে ফরাসী সৈন্যবাহিনী চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়। নেপোলিয়ন বিনা বাধায় মস্কোতে উপস্থিত হলেও জার প্রথম আলেকজান্ডার নেপোলিয়নের কাছে নতিস্বীকার করলেন না। ইতিমধ্যে রাশিয়ার ভয়ঙ্কর শীত নেপোলিয়নের সৈনাবাহিনীকে হতোদ্যম করে দেয়। ফরাসী বাহিনী পিছু হটতে থাকে। গ্রুপ কসাক ও কৃষকদের আক্রমণে বহু সৈন্য নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়নের বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাত্র তিরিশ হাজার সৈন্য ফ্রান্সে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

নেপোলিয়নের জীবনের সবচেয়ে ক্ষতিকর অভিযান হিসেবে রাশিয়া আক্রমণকে বর্ণনা করেছিল ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন। নেপোলিয়নের এই ব্যর্থতা ছিল স্বাভাবিক। রুশ শক্তিকে অবহেলা করে নেপোলিয়ন সুবিবেচনার পরিচয় দেননি। উপরন্তু ইংল্যান্ডের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্পূর্ণ করার পূর্বেই নেপোলিয়নের রুশ অভিযান ছিল মারাত্মক ভুল। রুশ যুদ্ধনীতি, জার আলেকজান্ডারের অনমনীয় মনোভাব, ফরাসী সৈন্যবাহিনীর পক্ষে রাশিয়ার প্রতিকূল জলবায়ু, খাদ্যাভাব, ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, ফরাসী সৈন্যবাহিনী এবং তাদের সরবরাহ কেন্দ্রের মধ্যে বিশাল দূরত্ব নেপোলিয়নের ব্যর্থতার কারণ ছিল।

রুশ অভিযানের ব্যর্থতা নেপোলিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে নেপোলিয়নের অপরাজেয় ভাবমূর্তি আহত হয়েছিল। সক্রিয় হয়ে উঠেছিল নেপোলিয়নের বিরোধী শক্তিসমূহ। ইংল্যান্ড এবং রাশিয়া ইউরোপের দুই প্রান্তের দুই শক্তিশালী রাষ্ট্রকে শত্রু করে রেখে নেপোলিনেয়র পক্ষে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব ছিলনা। তবে এই পরিস্থিতিতেও নেপোলিয়ন মনোবল হারাননি। প্যারিসে ফিরে এসে নব উদ্যমে সৈন্যবাহিনী গঠন করে তিনি পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। যদিও ফ্রান্সে নেপোলিয়নের জনপ্রিয়তা ক্রমশই হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। আর নেপোলিয়ন অধিকৃত রাষ্ট্রগুলিতে নেপোলয়িন বিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগ্রত হচ্ছিল।